কুঁড়ি থেকে ফুল

যুথিকা বড়ুয়া

(পাঁচ)

প্রচন্ড বৃষ্টির শেষে বেশ মনোরম আবহাওয়া। দিগন্ত বিস্তৃত জুড়ে নীলাভ জোৎস্নার ঢল নেমে শহরের বুক জুড়ে অপরূপভাবে আলোকিত হয়ে আছে চারদিক। তন্মধ্যে বিজলীর উজ্জ্বল আলোতে গোটা শহরটাই যেন নবনধূর মতো সুসজ্জিত সাজে সেজে আছে। দক্ষিণার মৃদু বাতাস আমোদিত হয়ে আছে রং-বেরং-এর ফুলের মধুর সৌরভে। আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতির বুকে যেন নেমে এসেছে আনন্দোৎচ্ছল সমারোহ। হোটেল প্রাঙ্গণে সারি সারি লাক্সারী বাস আর অগণিত টুরিষ্টদের সমাগম। চলছে অবিশ্রান্ত মিলন মেলার ভীঁড়।

ততক্ষণে রোমান্টিক ছায়া পড়ে যায় মহুয়ার চোখেমুখে। উচ্ছাসে ও' একেবারে উতলা হয়ে ওঠে। স্বভাবসুলভ চপলতায় ওষ্ঠের ফাঁকে খুশীর ঝিলিক দিয়ে ওঠে। উন্মুক্ত অন্তর মেলে চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল,-"বাহঃ, কি মনোরম পরিবেশ, তাই না নিলুদা!"

ঘাঁড় ঘুরিয়ে নিখিলেশ বলল,-"শুধু তা নয়, রোমান্টিকও বলতে পারেন!"

-"বাব্বা, আপনি তো খুব রসালো মানুষ দেখছি!"

কথাটা শুনে শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন আরো চাঙ্গা হয়ে উঠল নিখিলেশের। আবেগে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল,-"কেন? আগে কম ছিলাম বুঝি!"

-"না তা নয়। আমি বলছিলাম, আজকের মতো এতোটা ছিলেন না। অবশ্য এতো কাছ থেকে আপনাকে জানবার সুযোগই বা আর পেলাম কোথায়, বলুন!"

কোণা চোখে তাকায় নিখিলেশ। মুচকি হেসে বলল,-"আজকের মতো মানে! এর আগে আমায় ক'বার দেখেছেন বলুন তো?"

-"আ হা, শুভ্রাদির বিয়েতে বুঝি দেখিনি!"

-"বারে, একবার দেখলেই বুঝি মানুষ চেনা যায়!"

-"আলবাট্ যায়! মানুষ চিনতে অন্তত আমার ভুল হয় না!"

-"বেশ, তা নয় মানলাম! আর আপনি?"

-"আমি? আমি কি?" বড় বড় চোখ পাকিয়ে তাকায় মহুয়া।

থমকে দাঁড়ায় নিখিলেশ। সিগারেটটা মুখে পুরে একটা টান দিয়ে বলল,-"আপনি তো এক্কেবারেই বেরসিক!"

গাল ফুলিয়ে প্রতিবাদের সুরে মহুয়া বলে -"হুঁম্, নিলুদা, ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি!"

নিখিলেশও কম যায় না। রঙ্গ ব্যঙ্গ করে বলে,-"করবেনটা কি শুনি! পুলিশ ডাকবেন না কি!"

-"হ্যাঁ ডাকবোই তো! শুভ্রাদিকে আজই সব বলে দেবো গিয়ে!"

হো হো করে হেসে ওঠে নিখিলেশ। সহাস্যে বলল,-"বিশ্বাসই করবে না। দুটো নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র দেবর। কত আদরের বলুন তো!"

-"ও, তাই বুঝি!"

-"ইয়েস ম্যাডাম!" বুড়ো আঙ্গুলটা দেখিয়ে বলে,-"হুঁম্ হুঁঃ, বৌদিকেও সাইজ করে রেখেছি।" বলে হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে নিখিলেশ।

সহ্য হলো না মহুয়ার। চটে গিয়ে বলল,-"ও, এই কথা! দাঁড়ান, আমি এক্ষুণিই ফোন করে শুভ্রাদিকে সব বলে দিচ্ছি।"
বলে হন্ হন্ করে দ্রুত গতিতে হাঁটতে থাকে। পিছে পিছে নিখিলেশও খানিকটা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বলে,-"আরে আরে যাচ্ছেন কোথায়, দাঁড়ান! কি মুশকিল! রসিকতাও বোঝেন না! আই এ্যাম যাষ্ট যোকিং!"

কিন্তু যাবে কোথায় মহুয়া। পিছন দিকে পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়ায়। ধুক্ করে কেঁপে ওঠে ওর বুক। রুদ্ধ হয়ে যায় কণ্ঠস্বর। ওর হৃদয়স্পন্দনও দ্রুত গতীতে চলতে শুরু করে। -এ কি, এ কেমন করে সম্ভব! এ যে স্বপ্নেরও অতীত! অথচ নিতান্ত বাস্তব সত্য। যা ক্ষণপূর্বেও মহয়া কল্পনা করতে পারে নি। কল্পনা করতে পারে নি, পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে ওর কোমল হৃদয়ে এমন কঠোর আঘাত এসে লাগবে। জীবনের এতবড় পরাজয় এভাবে নীরবে নির্বিকারে মেনে নিতে হবে, তা কোনদিনও ভাবতে পারে নি।

মুহূর্তের এক অদৃশ্য ঝড়ে হৃদয়পটভূমি তোলপাড় হয়ে গেল মহুয়ার। নড়ে উঠল ওর পাঁচ বছরের আঁকড়ে থাকা ভালোবাসা নামের শক্ত খুঁটিটা। অনুভব করে, ওর পায়ের নীচের মাটিটা যেন একটু একটু করে সড়ে যাচ্ছে। এতো আলোর মাঝেও ক্রমশ চোখের সম্মুখে অন্ধকার ছেয়ে

আসছে। ঠোঁট কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে সারাশরীর। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছে। নালিশ জানায় ওর ভগবানকে। -"হে ভগবান্, তুমি কেন আমায় এ দৃশ্য দেখালে! এ তো কল্পনারও অতীত! আমি যে কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছি না! আমার শক্তি দাও ঠাকুর, আমার শক্তি দাও!"
মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে আঁচলে মুখ গুঁজে হঠাৎ অস্ফূট আর্তনাদ করে কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়ে মহয়া।

মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল নিখিলেশ। ওকে প্রচন্ড ভাবিয়ে তোলে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে হাঁ করে চেয়ে থাকে। কিছুতেই ভেবে কূল পায় না, হঠাৎ হলো কি মহুয়ার। এ তো বড় আশ্চর্য্যময় ঘটনা! এতক্ষণ দিব্যি হাসছিল, কথাবার্তা বলছিল। কত ঠাট্টা তামাশাও করলো। হঠাৎ এমন কি ঘটে গেল! শরীর টরীর খারাপ হলো না তো! মেয়েদের কখন যে কি হয়, বোঝা বড় মুশকিল।
কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পায় না নিখিলেশ। অজানা আশঙ্কায় মনের ভিতরটা কেমন আনচান করে ওঠে। একধরণের অনুতাপবোধে নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। বড্ড কষ্ট পায় মনে মনে।

বয়ে গেল বেশ কিছুটা সময়। মহুয়া তখনও মুখ তোলে না। লজ্জায় অপমানে পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিখিলেশ অস্বস্তিবোধ করলেও খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে বলল,-"হোয়াট্ হ্যাপেন্ড্ মহুয়া? আর ইউ ও.কে? প্লীজ্ সে সামথিং!"

মন্ত্রের মতো হঠাৎ কাঁন্না থেমে গেল মহুয়ার। ভুলেই গিয়েছিল যে, নিখিলেশ ওর সাথে আছে। কিন্তু নির্লজ্জ বেহায়ার মতো কেমন করে বলবে ওর ব্যর্থ প্রেমের কথা। কেমন করে বলবে, ওর প্রিয়তম এবং হবুস্বামী সুরজিতের ব্যভিচারের কথা। একটু আগে সুরজিৎকে সচোক্ষে দেখেছে ও'।

হ্যাঁ, সুরজিৎকে ঠিকই দেখেছে মহুয়া। ওর সাথে ছিল এক যুবতী মহিলা। সে আর অন্য কেউই নয়, ওরই বিগ্ বসের একমাত্র আদরণীয়া তনয়া মিস্ মিলি রায়। পাশাপাশি দুজনে হাত ধরে গ্রেট-ইষ্টার্ণ হোটেলের কোরিডোর দিয়ে ওদের ঢুকতে দেখেছে, একথা ও' কেমন বলবে! কেমন করে বলবে, মিটিং-এর দোহাই দিয়ে সুরজিৎ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ওকে প্রতারণা করেছে। মহুয়ার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদটাকে ভেঙ্গে চূড়মার করে দিয়েছে। সুরজিৎ একজন ফ্রড, প্রতারক, লম্পট, চরিত্রহীন পুরুষ। মনের সন্দেহ কখনও যে বাস্তবে পরিণত হতে পারে, তা স্বচোক্ষে না দৃষ্টিগোচর না হলে কখনো বিশ্বাসই হতো না। যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী মহুয়া স্বয়ং নিজেই। আজ ওর ভাবতেও ঘৃণা হয়, সুরজিৎকে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিল, ওকে শ্রদ্ধা করেছিল। এ কথা ও' কেমন করে বলবে!

হঠাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উষ্ণ অনুভূতিতে শিহরিত হয় সারাশরীর। মুখ তুলে তাকাতেই রেশমী জোছনার নির্মল আলোয় নিখিলেশের দৃষ্টিগোচর হয়, মুক্তোর মতো অশ্রুকণায় চোখের কোণে চিক্‌চিক্ করছে মহুয়ার। বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে আছে ওর শরীর আর মন। বড় অস্বাভাবিক লাগছে ওকে দেখতে। কারণ অনুসন্ধানে প্রচন্ড উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। ওর চোখেমুখে আবেগ, উদ্বেগ। সুস্থির

হয়ে একদন্ডও অপেক্ষা করতে পারছে না। হঠাৎ ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে একরাশ বিস্ময় আর উৎসুক্য নিয়ে চাপা আর্তনাদ করে ওঠে,-"এ কি মহুয়া, তোমার চোখে জল! তুমি কাঁদছো? আই মিন, কাঁন্নাকাটি করছো কেন? কি হয়েছে?"

লজ্জায় অপমানে মুখ লুকায় মহুয়া। দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলে। এমুখ ও দেখাবে কেমন করে! কি জবাব দেবে এখন নিখিলেশকে। ওইবা কি ভাবছে, কি মনে করছে! কিন্তু আজ ওর মান-সম্ম্রাম-ইজ্জত সব যে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে সুরজিৎ। সব শেষ হয়ে গিয়েছে মহুয়ার। আজ ও নিঃশ্ব, সর্বসান্ত। কিছুই আর অবশিষ্ঠ নেই। সুরজিৎকে ভালোবাসার হিসেব কষতে কষতে বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে। শরীর, মন দুটোই ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত।

ইতিমধ্যে হঠাৎই নিখিলেশের মৃদু স্পর্শের কোমল অনুভূতিতে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল মহুয়ার। অপ্রত্যাশিত নিখিলেশের প্রেমিকসুলভ কণ্ঠস্বরে কেঁপে ওঠে ওর বুক। কেঁপে ওঠে হৃদয়-মন-প্রাণ সারাশরীর। নিজের কানদু'টোকে যেন বিশ্বাসই হয় না। বিস্ময়ে অভিভূতের মতো চোখের তারাদু'টি ওর স্থির হয়ে আসে। এতটুকু জড়তা নেই নিখিলেশের, সংকোচবোধ নেই। মহুয়ার মসৃণ পৃষ্ঠদেশে মৃদু হস্ত সঞ্চালণ করে বলে,-"আমি কি এতোই পর মৌ? কোনো সম্পর্কই কি আমাদের নেই? আমি কি তোমার কেউ নই? কি হয়েছে তোমার, এটুকু জানবার অধিকারও কি আমার নেই? আমায় বলবে না!"

স্পর্শকাতরতায় লজ্জাবতী পাতার মতো পলকেই শরমে নূয়ে পড়ে মহুয়া। এক অভাবনীয় আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণে চোখের তারাদু'টি জ্বলজ্বল করে ওঠে। নিখিলেশের আবেগাপ্লুত প্রেমস্পর্শে এক অভিনব অনুভূতিতে শান্ত হয়ে আসে ওর দেহ, মন সারাশরীর। ছুঁয়ে যায় হৃদয়পটভূমি। মুছে যায় ওর মনের পূঞ্জীভূত সমস্ত গ্লানি। খুঁজে পায় নিজের অস্তিত্ব, আপন সত্ত্বা। মাটিতে দাঁড়িয়ে অনুভুব করে, নিজের পরিপূর্ণ জীবন। এ যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দ। যা ভাষায় বয়ান করা যায় না। আজ যেন পৃথিবীকে আরো বেশী সুন্দর মনে হয়। কিন্তু আকস্মিক মন-মানসিকতার কেন এরূপ প্রতিক্রিয়া ওর? এরূপ চৈতন্যোদয়ের হেতুই বা কি? সবটাই কি ওর মনের ভ্রম? তবে কেন নিখিলেশের পুরুষালী দেহের গন্ধ্যে এক ধরণের নেশায় ওকে ক্রমশ মাতাল করে তুলছে? কল্পনায় বিচরণ করতে থাকে, এক স্বপ্নময় দেশে, এক রঙ্গিন পৃথিবীতে। ফিরে যায় অতীতের দিনগুলিতে। যেদিন ভালোবাসার নৈবেদ্য নিয়ে নিখিলেশের কাছে মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়েছিল। অথচ ভাগ্যের কি অদ্ভুত লিখন! আজ সেই নিখিলেশ মহুয়ার হাতের মুঠোয়। ওকে একান্ত আপন করে, নিঃভৃতে নিবিড় করে কাছে পাবার এই-ই সুবর্ণ সুযোগ। ইচ্ছে করছে নিজেকে সঁপে দিতে। ঘন পশমাবৃত নিখিলেশের প্রশ্বস্ত বক্ষপৃষ্ঠে আঁছড়ে পড়তে। ওর বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ের বন্ধনে পিষ্ঠ হয়ে যেতে। মন চাইছে, নিখিলেশ ওকে বুকে টেনে নিয়ে ওকে সজোরে আলিঙ্গন করুক। ওর প্রেমালিঙ্গনে ওকে জড়িয়ে ধরুক। ভাবনায় চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই মহুয়ার। কিন্তু নিখিলেশ? ওর মনের ঠিকানা তো সম্পূর্ণ অজানা! কোনদিন কি খুঁজে পাবে মহুয়া? কিন্তু .....তাই-ই বা কেমন করে সম্ভব?

পরিণয়ের কথা ভাবতেই আঁতকে ওঠে মহুয়া। অনাগত বিরূপ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির আনুমানিক চিত্র কল্পনায় উদয় হতেই শিউড়ে ওঠে। তীব্র দংশণ করে ওর বিবেকে। না না, এ হতে পারে না! কিছুতেই না! এ বড়ই অন্যায়, অবিচার। ভালোবাসা বেচা-কেনার দ্রব্য-সামগ্রী নয়, চাইলেই পাওয়া যাওয়া না। সহজ সরলতার সুযোগ নিয়ে নিখিলেশের মতো একজন সৎ, মহৎ, আদর্শ এবং চরিত্রবান পুরুষকে প্রতারিত করবে কোণ্ সাহসে? কোণ্ অধিকারে? এতড়ব স্পর্দ্ধা অন্তত মহুয়ার নেই। এ তো কামনা করাই পাপ। কিন্তু আজ যে তামাশা ও' করলো, সেটাও কি নিছক ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দিতে পারবে মহুয়া? এতক্ষণ নিশ্চয়ই টের পেয়ে গিয়েছে নিখিলেশ। কিছুই আর গোপন করা গেল না। নিখিলেশের কাছে আজ ও' কত ছোট হয়ে গেল।

দীর্ঘ সময় যাবৎ দ্বিধা আর দ্বন্দের অন্তর্কলহে জর্জরিত মহুয়ার বিষাদে ছেয়ে যায় শরীর আর মন। প্রচন্ড রাগ হয় নিজের উপর। নিজেকেই গিল্টি ফিল করে। ধ্যাৎ, নিখিলেশ চলে গেলেই ভালো হতো! কেন যে ওকে বাঁধা দিতে গিয়েছিল! বাইরে বের না হলে অন্তত সুরজিতের প্রেমলীলার সাতকাহন এমন নির্বিকারে ওকে দেখতে হতো না।

সুরজিতের মুখখানা চোখের পর্দায় ভেসে উঠতেই ওর পিত্তি জ্বলে উঠল। চাপা উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত চিবিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে ওঠে,-"মরুক সুরজিৎ, রসাতলে যাক্। মেয়েদের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই যার পেশা, সে কাউকে ভালোবাসতে পারে না, কক্ষনো না।"

ইচ্ছে হচ্ছিল, চিৎকার করে সুরজিৎকে গালি দিতে, ওকে অপদস্থ করতে। কিন্তু সেই প্রবৃত্তিই আর হলো না। শাড়ির আঁচলে মুখ গুঁজে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। নিখিলেশও নাছোড়বান্দা। সহজে ছাড়বার পাত্র সে নয়। মহুয়ার গা-ঘেষে দাঁড়ায়। চকিতে ওর চিবুকটা তুলে ধরে। রাতের আলো আঁধারে দুধসাদা গায়ের রং যেন আরো সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে মহুয়ার।

হঠাৎ দৃষ্টি বিনিময় হতেই মৃদুকণ্ঠে আদেশের সুরে নিখিলেশ বলল,-"মুখ তোলো মহুয়া। আজ মনে হচ্ছে স্বয়ং বিধাতারই বোধহয় সেটিই ইচ্ছে। তাকাও আমার দিকে। জানতে চেয়েছিলে না, আজ আমি কেন এসেছি। যেকথা বলার সুযোগ হয়তো কোনদিনও পেতাম না। কই, মুখ তোলো! কি হলো! কথা বলো মৌ! এক্ষুণিই লোকজন ভীড় করবে এসে, সেটা কি ভালো হবে! মুখ তোলো মৌ, মুখ তোলো!"

হঠাৎই যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। দু'হাতে কানদুটো চেপে ধরে চাপা আর্তনাদ করে ওঠে মহুয়া,-"ষ্টপ্ ইট্ নিলুদা, প্লীজ্! দোহাই আপনার। ঐ নামে আমায় আর ডাকবেন না প্লীজ্! মরে গিয়েছে মৌ। আজ থেকে মৌ মৃত। ওনামে কখনো আমায় ডাকবেন না।"
বলেই আঁচলে মুখ ঢেকে ফেলে। কিন্তু কি বলতে চায় নিখিলেশ? কেন এসেছে ও'? তবে কি সবই ওর পূর্বপরিকল্পিত? ওর কোনো খবরই তো মহুয়ার জানা নেই। তা'হলে?

শরমের আবরণটুকু মুহূর্তে সড়ে গেল মহুয়ার। জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকাতেই সহাস্যে নিখিলেশ বলল,-"খুব চটেছ মনে হচ্ছে! হোয়াটস্ রং?" বলতে বলতে দু'হাত প্রসারিত করে দেয়।

মহুয়া প্রতিবাদ করে ওঠে,-"আপনি ভুল করছেন নিখিলেশ বাবু! এ হতে পারে না!"

-"কেন হতে পারে না! ভালোবাসা তো পাপ নয়!"

-"কিন্তু আপনি তো আমার অতীত সম্বন্ধ্যে কিছুই জানেন না!"

-"জানতেও চাই না! তবে আজ যেটুকু বোধগম্য হলো, তাতে শুধু এটুকুই বলবো, জীবনে ভুল-ত্রুটি মানুষের হতেই পারে! হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক! আর তার সংশোধন যথা সময়েই করে নিতে হয়। যে সুযোগ দ্বিতীয়বার আর আসে না!"

-"তাতে আপনার লাভ?"

-"লাভ ক্ষতির হিসেব আমি তো রাখি না মৌ! কারণ জীবনে সেটাই বড় কথা নয়। এছাড়া কিছুই কি আর অনুভব করতে পারো না! বলো মৌ, বলো! চুপ করে থেকো না! আমার ভালোবাসার কোনো মূল্যই কি নেই! সামান্য অবহেলায় জীবনের পরম পাওয়ার সার্থকতা এমন নীবর নির্বিকারে ব্যর্থ হতে দিও না, প্লীজ্! হয়তো আর কোনদিনও আমাদের দেখা হবে না!"

-"কেন? আপনি যে বলছিলেন এখন কোলকাতাতেই থেকে যাবেন!"

-"সে তো তোমার জন্য! তুমি কি মনে করো বৌদি কিছুই টের পায় নি? বৌদি আমায় সব বলেছে!"

-"কি বলেছে শুভ্রাদি?"

-"মনে পড়ে সেদিনের কথা! ভেবে দ্যাখো তো একবার, আমি ইংল্যান্ড যাচ্ছি শুনে তুমি উদ্ভ্রান্ত হয়ে যেদিন আমাদের বাড়িতে ছুটে এসেছিলে। হন্যে হয়ে সেদিন তুমি শুধু আমাকেই খুঁজে ছিলে, কিন্তু কেন? মুখে না বললেও বিষন্নময় চোখদু'টোতে তোমার অব্যক্ত মনের কথাটা বৌদি ঠিকই আন্দাজ করে নিয়েছিল। তুমি প্রায়শঃই ফোন করে শুধু একটা কথাই জানতে চাইতে, আমি কবে দেশে ফিরবো, করে আসবো। বলো সত্যি কি না!"

-"সত্যি হলেই বা, আজ তার কিইবা মূল্য আছে!"

-"আলবাত্ মূল্য আছে মৌ! সেটা তোমার মনকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না! এ্যাক্চুয়েলি, আমারই দুর্ভাগ্য, দ্যাট্ ইস্ মাই ফল্ট্! কখনো বুঝতে পারি নি।"

-"তা'হলে আপনি আমায় দয়া করছেন বলুন!"

-"ছিঃ মৌ, একথা তুমি বলতে পারলে! জানি, ভালোবাসা কখনো গায়ের জোরে ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু ভালোবাসাও কখনো স্থান-কাল-পাত্রের ধার ধারে না। এর জন্ম হয় এক অভিবন কোমল অনুভূতি থেকে। যার বিশ্লেষণমূলক কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। কিন্তু সব যে আজই এরকম নাটকীয় ভাবে ঘটে যাবে, তা স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করি নি!"

-"তা'হলে আপনি কেন এসেছিলেন?"

-"কেন এসেছি এখনও বুঝতে পারছো না! হয়তো আমারই বোঝার ভুল। কিন্তু আমার ভালোবাসাকে এভাবে অপমান করো না মৌ! আমায় অপদস্থ করো না!"

-"আর আপনি যা করছেন, তাতে আমি অপদস্থ হচ্ছি না! আপনি আমায় অপদস্থ করছেন না? আমায় অপমান করছেন না?"

অস্ফূট হাসলো নিখিলেশ। বিষন্নময় দৃষ্টি মেলে মহুয়ার দিকে একপলক চেয়ে বলল,-"তোমাকে অপমান করবার বিন্দুমাত্র স্পৃহা আমার নেই মহুয়া। তার আগেই আমি যেন মৃত্যু বরণ করি!"
ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,-"যাক্গে, অযথা তর্ক-বিতর্কে গিয়ে আর কি লাভ! তাতে ফল ভালো হয় না। অজান্তে কোনো ভুল-ভ্রান্তি কিছু ঘটে থাকলে আমায় ক্ষমা কোরো। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। চলো, তোমায় পৌঁছি দিয়ে আসি।" বলে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করে নিখিলেশ।

বুকটা হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে উঠল মহুয়ার। মুখে যাই বলুক, এতক্ষণ ভিতরে ভিতরে এক ধরণের কোমল অনুভূতির তীব্র জাগরণে মন-প্রাণ ওর দোলা দিয়ে উঠছিল। মুহূর্তের জন্য অবিশ্বাস্যকর মনে হলেও বিস্ময়ে চোখের তারাগুলি ক্রমশ স্থির হয়ে আসছিল। এমন আবেগে অন্তর দিয়ে কখনো কেউ ওকে বলেনি। কিন্তু নিলর্জ্জ বেহায়ার মতো নিজেকেই বা ধরা দেবে কেমন করে! কোন্ শব্দের মালা গেঁথে নিখিলেশকে নতুন করে ভালোবাসার ডোরে বাঁধবে, প্রেম নিবেদন করবে!

সময় ক্রমশ বয়ে যাচ্ছে। দূরত্বের ব্যবধানও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। হয়তো এ লগন কোনদিনও আর ফিরে আসবে না মহুয়ার জীবনে। মাথা কুঁটে মরে গেলেও এমন শুভক্ষণ জীবনে কোনদিনও আর খুঁজে পাবে না মহুয়া। নাঃ, আর নয়। যে ভুল একবার ও' করেছিল, দ্বিতীয়বার সে ভুল কখনোই আর হতে দেবে না।

ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে নিখিলেশ। আর ভাবতে পারছে না মহুয়া। অবলীলায় নিজের মান-সম্মান, ক্রোধ, আত্মমর্যাদা সব বিসর্জন দিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। নিখিলেশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওর হাতদুটো টেনে ধরে। ঠোঁটের কোণায় হাসির ঝিলিক তুলে বলে,-"এই যে মিষ্টার, আমায় ফেলে যাচ্ছেন কোথায়? কেমন মানুষ আপনি? এ্যাঁ? বাব্বাঃ, এতো রাগ!"

থমকে দাঁড়ায় নিখিলেশ। এক পলক চেয়ে অসন্তোষ গলায় বলল,-"আজ আমার পরিবর্তে তুমি হলে কি করতে বলো তো!"

চোখ সরিয়ে নেয় মহুয়া। মাথাটা নত করে বলে,-"কি করতাম তা জানি না, তবে কিন্তু আমিও এতক্ষণ যোগ করছিলাম।"

চাপা উত্তেজনায় নিখিলেশ বলল,-"আমি বিশ্বাস করি না। বলো যাচাই করছিলে।"

-"সে যাই-ই বলুন, তাতে কিইবা এসে যায় আপনার। জিতটা তো আপনারই হলো, তাই না!"

-"ওকথা বলছো কেন! জিত আমাদের দুজনেরই! আজ যদি তুমি বাইরে বের না হতে, যদি আমি ফিরে যেতাম, তা'হলে বলবো, দিঘীভরা জলের এতো সন্নিকটে থেকেও আমরা তৃষ্ণার্তই রয়ে যেতাম। আমাদের এ মিলন হয়তো কোনদিনই ঘটতো না! বলো, সত্যি বলেছি না!"

একগাল হাসলো মহুয়া। সহাস্যে বলল,-"বাব্বাঃ, এত্তো ক্যাল্কুলেশন! তলে তলে কথাও বেশ বলতে শিখেছেন তো!"

মহুয়ার টোলপড়া গোলাপ গালদুটো টিপে ধরে নিখিলেশ বলল,-"উম্ হুঃ, শিখেছেন নয়, বলো শিখেছ।"

শ্বাশত লজ্জায় আঙ্গুল কাঁমড়ে ধরে মহুয়া। আজ ও' আনন্দে আত্মহারা। হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত করে রক্তের স্রোতের মতো শরীরের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে অব্যক্ত খুশীর বন্যা ছড়িয়ে পড়ে। চোখেমুখ থেকেও ঝোরে পড়ে আবেগ-উচ্ছাস। নজর এড়ায় না নিখিলেশের। অপ্রত্যাশিত আনন্দে নৈঃশব্দে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মনে মনে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে অগ্নিসংযোগে টান দিয়ে নতুন উদ্যাম-উদ্দীপণায় ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যায়। হঠাৎ মহুয়ার কোমল মসৃণ তর্জনিতে প্রেমস্পর্শে আলতো চুম্বন করতেই লজ্জা আর খুশীর সংমিশ্রণে চোখমুখ ওর উজ্জ্বল দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। বিন্দু বিন্দু শিশির কণার মতো আনন্দাশ্রুতে নিখিলেশের কোমল হৃদয়পটভুমি ভিজে একেবারে কোমলতরো হয়ে ওঠে। মহুয়াকে সজোরে উষ্ণ বক্ষে বেঁধে নেয় প্রেমালিঙ্গনে। পালাবার রাস্তা নেই। অচীরে নিজেকে সঁপে দেয় মহুয়া। উন্মুক্ত তারায় ভরা রাতের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে একযুগল বন্দি। মেতে ওঠে হৃদয় সঙ্গমে। হারিয়ে যায়

এক নতুন ভুবনে। কেটে গেল আরও কিছুক্ষণ। হঠাৎ শীতাতাপ মিহিন বাতাসে আপাদমস্তক শিহরিত হয় দুজনের। শাড়ির আঁচলে গা-টা ঢেকে মহুয়া বলল,-"কপালে না থাকলে এই দূরাবস্থাই হয়!"

অবাক কণ্ঠে নিখিলেশ বলল,-"এখন আবার কিসের কি দূরাবস্থা?"

-"বারে, আজ যে তোমা....!" বলতে বলতে থেমে গেল মহুয়া। পরক্ষণেই বলল,-"ধ্যুৎ, এখন মুখে আসছে না। কাল থেকে বলবো....!"

হেসে ফেলল নিখিলেশ। অভিযোগের সুরে বলল,-"তোমরা মেয়েরা এতো লজ্জা পাও কেন বলো তো! এ তো সব বিধাতার চক্রান্ত! দেখি, দেখি, আমার প্রিয়ার মুখখানা একবার দেখি!"

-"হুঁমঃ, যাও তো! বিধাতাকে আর দোষারোপ করতে হবে না! ওরকম প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে এলে বলতে খুবই সহজ লাগে!"

মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে নিখিলেশ বলল,-"ওকে ম্যাডাম, জি জো চাহে, কহিয়ে! মুঝে সব কবুল হ্যায়। কিন্তু কি যেন বলছিলে তুমি!"

-"বলছিলাম, আমাদের কপালে আজ আর অন্নই জুটলো না! হোটেল রেঁস্তরা এতক্ষণে সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

-"ডিনারের কথা বলছো! আজ নয় নাই বা করলাম। কিন্তু আজকের দিনটা যে আমাদের জীবনের একটা মোষ্ট ইন্‌পর্টেন্ট দিন হয়ে থাকবে! কি ঠিক বলেছি না! ভাগ্যিস, অন্ রাইট্ টাইমেই টেক্সিট তখন এসে পড়েছিল!"

মুচকি হাসল মহুয়া। নিখিলেশ বলল,-"চলো, এবার বৌদিকে একটা ফোন করি গিয়ে।"

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া ঃ টরোন্ট প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com